INDIAN INSTITUTE OF ENGINEERING SCIENCE AND TECHNOLOGY

ALUMNI ASSOCIATION OF USA & CANADA

https://becaaeastcoast.org/

Annual Publication, 2022

With Best Compliments from our sponsors:

BENGAL ENGINEERING COLLEGE ALUMNI ASSOCIATION

Federal Tax exempted Non-Profit Association
Tax Exemption ID# 22-2394370

THIS PUBLICATION OR ANY PART THEREOF MAY NOT BE REPRODUCED IN ANY FORM WITHOUT OUR WRITTEN PERMISSION

AS THE OBJECTIVE OF **BECCA** TO BE A FORUM FOR FREE EXPRESSION AND INTERCHANGE OF IDEAS, THE OPNIONS, STATEMENTS AND POSITIONS ADVANCED BY THE CONTRIBUTORS ARE THOSE OF THE AUTHORS AND NOT, BY THE FACT OF PUBLICATION, NECESSARILY THOSE OF **BECCA**. THEREFORE, BECCA DOES NEITHER ASSUME ANY RESPONSIBILITY NOR BEAR ANY LIABILITY FOR THE PUBLISHED MATERIAL CONTAINED IN THIS PUBLICATION

BECAA Website and Social Networking

Our Website:

https://www.becaaeastcoast.org/

Our Facebook Page:

https://www.facebook.com/BECAEastCoast/

Twitter handle:

https://twitter.com/becaaeastcoast

Any questions/suggestions, please reach out to:

Site Admin:
Tanmoy Sanbui
Mail-to: tanmoy_sanbui@yahoo.com
Contact: 203-524-5216

Bengal Engineering College

Alumni Association of USA East Coast Chapter
Est. 1971

INDIAN INSTITUTE OF ENGINEERING SCIENCE & TECHNOLOGY

(Formerly B.E. College)

President

Sheuli Majumder

Vice-President

Moloy Nath

General Secretary

Amitava Chel

Treasurer

Debashis Das

Executive Members

Soumalya Chowdhury
Suman Chandra

Advisory Committee

Asok Chakrabarti
Tanmoy Sanbui
Saroj Bhol
Bhaskar Dasgupta
Auyon Chowdhury
Debabrata Chaudhuri
Amalendu Mukherjee
Amitabha Chatterjee
Prabir Dhara
Debabrata Sarkar

Past 5 Presidents

Niloy Jana
Debabrata Chaudhuri
Dilip Bhattacharya
Amitabha Chatterjee
Sitansu Sinha Kumud Roy

Dear Alumni,

Now, that Covid is in rear view window for all of us, we would like to extend our heartfelt thanks to everyone for staying united as a community and helping each other during these tiring times.

With the same enlightened spirit with which we fought Covid, we are happy to host our yearly BECAA Summer Meet like we have done in the past years and with that bring smile to the faces of our Alumni families.

Hosting these bi-yearly events every year shows tremendous accomplishment by our Alumni Association and exemplifies our strong dedication to our Alma Mater.

We had a really successful winter meet hosted by the new committee in March of this year.

We were able to felicitate some of our senior members for their dedication and sacrifice for this organization. With that same feeling of oneness and dedication we also felicitated some of our able members for their professional achievements in their own respective fields.

Historically we have noticed that our younger Alumni members under the guidance of our advisory committee have implemented a diverse program of social, cultural and recreational activities during the past years. Their efforts and enthusiasm have motivated the association members to a new level of involvement.

I would also thank every member of our BECAA Core team/working committee in organizing this event every year by involving all participating members and their families. We should also note an outstanding effort is being put together by collecting articles over period of time and then preparing this Magazine for circulation among our members.

Like in the past years, we congratulate GAABESU for all their activities at the international level especially during the Covid times and the necessary help that is being extended to the concerned alumni across the globe.

With that being said, we have some exciting times ahead with corporate matching, professional networking and more to watch for,

Sincerely,
Sheuli Majumdar
Sheuli Majumdar

President,BECAA

শ্রী শ্রী দুর্গা অসহায়

- **সুমন কুমার চন্দ্র**

BEC EE'98

শ্রীচরণেষু মা,

তোমার পুজোর দিন আবার চলে এল। বাচ্চা-কাচ্চা নিয়ে তুমি নিশ্চয় বাপের বাড়ী আসবে বলে উত্তেজিত। আজকাল ছোটাছুটির যা জমানা পড়েছে,বহু ছেলে-মেয়েরাই বিয়ের পর এমন নিয়ম করে বাপের বাড়ী আসতে পারে না। নিজের immediate family নিয়েই সবাই ব্যস্ত, তবে তুমি সত্যিই দারুন সংসার manage করছো। প্রত্যেক বছর Almost same সময়ে তুমি ৪-৫ দিনের জন্য একদম ঠিক চলে আসো, হয়ত মানুষের হাতে বাধা বলেই দেবতা হয়েও তুমি এমনটা আসতে পারো। যাই হোক, কেন তোমায় এই চিঠি লিখছি আগে সেটা জানাই। Actually মনের মধ্যে বেশ কিছু প্রশ্ন বা আজগুবি কথা জমে আছে, আর তাতে আমি ঘেঁটে 'ঘ'। তবে কাউকে জিজ্ঞাসা করার বা বলার মত পাচ্ছি না, জিজ্ঞাসা করলে জানি আমাকে আঁতেল ভেবে কাঁচা

খিস্তি দেবে। তা ভাবলাম তুমি দেবতা, সবজান্তা, যদি হদিস্ দাও। তাই জানাচ্ছি। তবে মা আমি অতি সাধারণ মানুষ, একটু সাধারণ ভাবে উত্তর দিও – পুণর্জন্ম, আত্মা, বেদ-বেদান্তের শ্লোক বললে বড্ড ট্যান হয়ে যাবে। আর হ্যাঁ, তোমাকে Facebook আর tweeter-এ খুঁজেছিলাম, পাই নি। সাধারণ মানুষ আমি, তাই স্বর্গে যাবার ক্ষমতাও নেই। তাই ভাবলাম যখন মর্ত্যে আসবে, বাপের বাড়ীর পাড়ার লোক আমি। এই চিঠি যদি কোনো ভাবে পাঠাতে পারি আর যদি তোমার busy schedule-এর মধ্যে একটু সময় দাও, তো উত্তর পাবো। তবে চাপ নিও না, উত্তর না দিলেও ক্ষতি নেই । আর উত্তরের জন্য তোমার হাত বাধা কিনা জানি না।

আমার ধারাভাষ্য শুরুর আগে জিজ্ঞাসা করি তোমার শ্বশুড় বাড়ীর সব ভালো তো! আমার কেন জানি না মনে হয় তোমাদের স্বর্গে কোনো improvement হচ্ছে না। জানি না ওখানে democracy চলে না autocracy। আচ্ছা দেবলোকে কি লিঙ্গ-বৈষম্য আছে? ওখানে কি সবার স্বাধীনতা সমান? আজকাল কি অসুরদের সত্যিই শাস্তি হয় ওখানে? সত্যিই কি তোমরা সব update ঠিক্-ঠাক্ পাও? আমার ধারণা, স্বর্গের communication system টা বড্ড dated। তার ওপর China'র মতো দেবলোকের ভেতরকার খবর বাইরে বেরোয় না খুব একটা। তবে এটা হয়ত জানো মা, আমাদের এখানে communication বা overall technology'র গুচ্ছ progress হচ্ছে। মানছি almost free talk time আর data use করে চারিদিকে ভাটও exponentially বাড়চ্ছে তবে tech explosion মর্ত্যে বোধহয় much better। বলতে পারো tech চচ্চড়ি হচ্ছে প্রতিদিন। এ ব্যাপারে যখন কথা উঠলই তখন বলি – তোমরা কি জানতে AI (Artificial Intelligence) এরকম দানবিয় ভাবে আসবে যাতে দেবতা মানুষের বা machine-এর পেছনে চলে যেতে পারে? এখানে ধর্ম টেনো না please। যেকোনো রং-য়ের পোশাকের গোঁড়া ধার্মিকরা, যারা মনে করে তাদের ধর্ম অন্যদের থেকে বড়, তারা সবাই বজ্জাত। জানি তারা কেউ আমার এই চিঠি পড়লে রে-রে করে মারতে আসবে। এই তাদের জন্যই পৃথিবীতে ধর্মের নামে কোটি লোক মারা গেছে যদিও ধর্মের উদ্দেশ্য মিলন, ভাঙ্গন বা মৃত্যু নয়। Anyway যেটা বলছিলাম – দেবতাদের সর্বশ্রেষ্ঠ বলে দাবী করা হত তার অন্যতম কারণ তারা নাকি প্রাণ সৃষ্টি করে। AI তো computer-এর মাধ্যমে যুক্তি-বিশ্লেষণেই মানুষকে ছাড়াচ্ছে না বা অনুভূতি, consciousness-এর জগতেই পা রাখছে না, তারা ক্রমাগত অজৈব computer-এর দ্বারা জৈব পদার্থের সমস্ত গুণ সৃষ্টি করতে চলেছে। তবে তখন তোমাদের কি হবে মা? যদি এমন সত্যিই হয়, তখন মানুষ কি নিজেদের রক্ষা করতে তোমাদের স্মরণে রাখবে? আমার তো আজও মনে হয় অধিকাংশ মানুষ তোমাদের ভক্তি করে ভয়ে বা লোভে, ভালোবাসা বা শ্রদ্ধায় নয়। আর জমানা টাই তে give and take-এর।

এবার অন্য প্রসঙ্গে আসি। ছোটোবেলা থেকে শুনে আসছি ভগবান যা করেন মঙ্গলের জন্য। কথাটা কি ঠিক? আবার এটাও শুনেছি আমরা, মানুষেরা, নিমিত্ত মাত্র। আমরা কিছুই করি না, ভগবান ই সব করিয়ে নেন। এতে আরও ঘেঁটে যাই। তার মানে কি খারাপ ভালো সবই তুমি করিয়ে নাও আর খারাপ কিছু হলে সেটাও হয়

মঙ্গলের জন্য। তাহলে আমরা তো জড় ভরত। আর অন্য দিকে ভালো-মন্দ সব কিছুর মূলে যখন তোমরা, তখন ফলটা কেন আমরা পাই? আমার মনে আছে তখন আমি বেশ ছোটো, আমাদের কোয়ার্টারের ওপরের কোয়ার্টারে থাকতো এক দাদা। ১৮ বছর বয়সে জ্বরে পরে কিছুদিনের মধ্যে মারা যায়। কাকু-কাকিমা, মানে দাদার বাবা-মা, প্রত্যেক বছর ধুম-ধাম করে ঠাকুর পুজো করত। কাকু নাকি প্রায়ই বলত ভগবান যা করেন মঙ্গলের জন্য।। দাদা যখন মারা যায়, কাকিমা প্রশ্ন করেছিল এটা কার বা কিরকম মঙ্গলের জন্য ভগবান করল? জানি না মা তোমার কাছেও এর কোনো সদুত্তর আছে কিনা না কি এগুলো তোমার system-এর bug। দেখো মা, খোলাখুলি বলি, রাগ কোরো না – রাগ করলে রাজনীতির দিদি-দাদাদের সাথে তোমার পার্থক্য কোথায়! পারলে বুঝিয়ে দাও। তোমার ওপর আমার রাগ হয় না যখন দেখি কেউ facebook-এ নিজেকে বেশী ক্ষমতাশালী বা সুখী দেখাচ্ছে কারণ অধিকাংশ ক্ষেত্রে তারা খোলোস দেখায়, original মানুষটাকে নয়। আবার খান সাহেবের বখাটে ছেলে পাঁঠা হলেও তার yacht আছে, সে porshe করে ঘুরে বেড়ায় আর আমার থেকে অনেক বেশী মেধাবী উজ্জ্বল অভাবের জন্য বেশী দূর যেতে পারেনি। সেখানেও তোমার ওপর বেশী রাগ হয় না কারণ সেটা কপাল বা ভাগ্য বলে মানতে পারি যেখানে হয়ত fairness maintain করতে তুমিও অপারগ। আবার প্রত্যেক মানুষের জীবনে দুঃখ, কষ্ট, পতন,রোগ, মৃত্যু আছে, এগুলো জীবনের অঙ্গ বলেই মনে হয়। সেখানেও তোমার ওপর রাগ-অভিমান হয় না। কিন্তু যখন অসহায় নির্ভয়াদের ওপর অত্যাচার হয় বা লক্ষ- লক্ষ সাধারণ মানুষের কষ্টার্জিত টাকা আত্মসাৎ করে মানুষরূপী ক্ষমতাশালী অসুরগুলো আমাদের বুড়ো আঙুল দেখিয়ে রমরমিয়ে দাপিয়ে বেড়ায় বা অসংখ্য মেধাবী ছাএ-ছাত্রীদের বঞ্চিত করে, শিক্ষা ব্যবস্থাকে চুল্লীতে তুলে দিয়ে শিক্ষামন্ত্রীর অশিক্ষা বেপরোয়া ভাবে চলে তখন পশুত্ব, দুর্নীতি, মনুষ্যত্বের চরম অভাব বড্ড প্রকট হয়। দেশের ধারক-বহকরা যখন হিটলার, বিচার ব্যবস্থা যখন শামুকের গতিতে চলে তখন সত্যিই 'মরুতীর্থ হিংলাজ' ছবির সেই গানের কথা মনে হয়, মনে হয় তুমি এসে 'শেষ করে দাও এই অনাচার'। সেখানে তুমি ED হয়ে এসো, বিচারক হয়ে এসো কিংবা ফিল্মি style-এ বজ্রনিনাদ করে এসো, এসে বাচাঁও সমাজকে। তুমিই যদি মনুষ্যত্বের, ন্যূনতম আদর্শের, নীতির পথ না দেখাও, আমার মত সাধারণ মানুষদের দোষ দিয়ে কি লাভ! তাদের অধিকাংশের নীতির ভীত তো আজকের অধিকংশ রাজনীতিকদের আদর্শের মত – বুদ্ধ থেকে রাস্তা পরিবর্তন করে মানুষ কালীঘাটের আশ্রয় হয়ে রামমুখী, তবু স্বস্তি নই। ধর্ম, দেশ, রাজনীতির রং নির্বিশষে তুমি এসে কেন এর প্রতিকার করো না? Otherwise আগেকার অসুর-রা যেমন শিবভক্ত ছিল, আজকের অসুর-রা কোটি-কোটি টাকার প্যান্ডেল-লাইটে তোমাকে ৪-৫ দিনের জন্য চমকে দেবে আর বছরের বাকী দিনগুলোয় সাধারণ মানুষদের ক্ষত করে হাজার হাজার কোটি টাকা নিজেদের পকেটে, ফ্ল্যাটে বা account-এ ঢোকাবে। তোমার কৃপা কার ওপর বেশী বোঝা দায় মা!

শেষে বলি তুমি মা বলেই এত ক্ষোভ, আজগুবি সব প্রশ্ন খিল্লি করে উগড়ে দিলাম। তবে জানি না তুমি কেমন আছো। তুমি দশভূজা হওয়া স্বত্ত্বেও ঠুঁটো জগন্নাথ হয়ে থাকার পেছনেও কোনো কারণ থাকতে পারে। সবাই তো আমরা নিজেদের সমস্যার প্রতিকার চাই তোমার থেকে। বিনিময়ে কতজনই বা কিছু দিই তোমাকে। হাজার হাজার বছর ধরে শুধু চেয়ে এসেছি কিন্তু হয়ত তুমিও অনেক কষ্টে আছো, হয়ত আজ তোমারও কোনো সাহায্যের দরকার। দেবতা-মানুষের দূরত্ব এত বেশী যে জানি না তোমার কষ্ট কত বা তোমার ক্ষমতা আজ কতটুকু। পারলে জানিও, পারলে নিশ্চয় চেষ্টা করব। তবে আজকের ultra tech savvy, superficial, extravagant যুগে,ধর্ম বা কেতাবী কিছুর দরকার নেই, বড্ড দরকার সেই অতি পুরোনো, গাঁইয়া জিনিসগুলোর – মূল্যবোধ, মনুষ্যত্ব, সাধরণ নীতিবোধ, মানবিকতা, একটু আদর্শ। জানি না পাপ-পূন্য বলে সত্যিই কিছু হয় কি না কিন্তু তোমার ভূবনে আজ মাগো সত্যিই বডড পাপ মনে হয়, তাই দরকার তোমাকে। কিছুটা অসহায় হয়েই তোমাকে জানাচ্ছি। পারলে তাড়াতাড়ি প্রতিকার কোরো।

ভালো থেকো। আর হ্যাঁ, তোমার account থাকলে শ্বশুড়বাড়ী return করে আমার message-টা family and friend circle-এ tweet করে দিও। Time for action মা!

ইতি

তোমার কোটি কোটি সন্তানের একজন

An open letter from Aishi Chell (daughter of Amitava Chell, CE -1998).

Subject: Regarding charges pressed on child soldiers

Dear Piotr Hofmański,

I am writing to you, president of the International Court System (ICC), regarding charges pressed on child soldiers. I am sure you are aware that there have been many trials that ICC has taken part in on this issue and many harsh penalties have been allotted to these victims. Vulnerable children are indoctrinated into this ruthless world of war without a will of their own and they should be granted amnesty.

From 2005 to 2018, over 16,000 children have been recruited and used in armed combat. To this day, recruitment of children to be used in armed conflict is known to be one of the worst forms of child labor. Children as young as 6 are dragged out of their homes to battlefields where real brutality is manifested. These children have their childhood, times of joy, and basic human rights snatched away. Once enrolled in such programs, children are vulnerable to abuse, drug addiction and weapon misuse. After several gruesome months filled with terror, it becomes a challenge to leave such a place that becomes your only guide to survival. I ask you respectfully, to reconsider the sentences given to any victim.

When it comes to enlisting into violent groups, choices are hardly given to minors. Most children are forced to engage in war, even when they have their best intentions in mind. In an interview, Michael Anywar (a former Ugandan child soldier) states, “I was abducted with my brother, and they told me I had to kill my brother and other people. If I didn’t, I would be killed” (In Uganda, Former Child Soldiers Struggle to Overcome Horrors of War). This is significant because it shows that kids like Michael, don’t have a say during recruitment. Recruiters show no sort of sympathy or kindness towards the minors, in contrast they turn to violence. Children come across threats that put their own life on the line and as the only way out, they turn to the face of war.

Other children face poverty in great amounts and recruiters from violent based groups lure them in with food and a guaranteed roof over their head. In the video “How Does ISIS recruit Child Soldiers” the narrator comments, “With no other options for food and shelter, many see financially wealthy ISIS as an alternative solution” (How Does ISIS recruit Child Soldiers). When in such a position, you have to choose between living under the worry of finding food each and every day or traveling with unknown people where you will at least have basic necessities to get by each day. Kids are not educated far enough to know what is right or wrong, however they do understand the importance of survival. In search of a stable lifestyle children turn to those who can give for them when society can’t.

Minors in violent groups take part in multiple activities but less than a handful are done with full understanding. Recruiters use manipulation strategies and kids are forced to think what they are doing is right. The article “Ugandan ex-child soldier guilty of war crimes and

crimes against humanity'' states “The children were regularly severely beaten and forced to witness killings before being trained in fighting skills. Recruits were not taught to distinguish between civilians or combatants, and many were killed during operations” (Burke 2). Taken as a whole, this implies that children don’t have the slightest idea of what they are doing. If not knowing who to fight against is a challenge for these kids, then they are bound to make mistakes. Sometimes those mistakes can lead to committing serious crimes. Due to this lack of knowledge, the lives of considerably many more are lost. The article goes on to state, “Because children are often physically vulnerable, easily intimidated, and easily manipulated, they typically make obedient soldiers. As part of their training for violence, child recruits are often subject to horrible physical tasks as well as ideological indoctrination” (Burke 4). Minors are innocent and they can only learn what is taught to them. Bad influencers, like recruiters, can instill wrong ideas which lead to children thinking committing crimes is tolerable. Orders given by recruiters are barely understood by these minors, they are taught only to follow them.

One might object and suggest that child soldiers make decisions by themselves and with consent. The article Ugandan ex-child soldier guilty of war crimes and crimes against humanity states, “Ongwen was described as an extremely capable fighter and commander who planned attacks carefully and assessed risks, was repeatedly praised by other commanders, who did not face the threat of death or serious harm if he disobeyed orders, and who did not take many opportunities to leave the LRA but rather rose in rank and position” (Burke 1). Although this may be true and some child soldiers do rise to positions where they make their own decisions, most have to take the hard way out. Over time child soldiers have learned that the best way to survive is to follow orders which can likely lead to errors. After all these soldiers are still children, not trained warriors.

Recruiters are fast to list out consequences, most of which are abuse and torture. Children get anxious after hearing such threats and are bound to complete any given crime, even if they are considered intolerable. An article which highlights intimidation strategies used on child soldiers’ states, “Children accused of the slightest infractions may be subject to extreme physical punishments including beating, whipping, caning, and being chained or tied up with rope for days at a time.” (Coercion and Intimidation of Child Soldiers to Participate in Violence). These practices instill fear and guilt in the children and forewarn them of their fate. These children have all their rights snatched away, are forced to carry huge guns around their necks to fight off who knows who? They fight to protect, they fight to survive, not to become threats to society.

While many are intimidated and have fear instilled in them, others are blinded and without knowing they walk straight into the lion's den. An article discussing performance techniques used on children states, “In Sierra Leone, said social workers and the child combatants, taking drugs--especially amphetamines and cocaine--was a regular part of "military training" (Farah 6). When drugged, a human being is unstable and does not have full control over their mind or body. When minors start to use drugs, the effects are further evident and more effective. Children barely have any knowledge on this vicious topic of war and when drugged, it becomes substantially harder to keep track of the actions you take. These children

believe anything and everything their masters tell them and take actions as told. Recruiters have turned children into puppets on strings. I believe these children reach a position where they become puppets on strings.

With your expertise in this field, you could make a difference for child victims of war. Child soldiers face unjust treatment by being forced to participate in activities far beyond their understanding and capabilities. Childhood is a time that none of these children get to experience, their times of joy are filled with scenes of true brutality. Each and every day numbers continue to rise as recruiters take hold of more and more children. The world gets to decide when this era will come to an end.

These kids did not choose to play soldiers, soldiers have chosen to play kids. You hold in your hands the answer to freedom and justice for these innocent children.

Yours respectfully,
Aishi Chell

Our Camping Trip

By Anandini Mukherjee – daughter of Haimanti Paul & Amalendu Mukherjee.

One evening we drove to Promiseland state park. It was a beautiful drive to the campsite. When we got there, it was already dark, and my friends Arko and Rio were getting ready for dinner. When we arrived at the campsite all my friends' tents were set up already. So, when me and my friends were having dinner, my parents set up our tent with flashlights. After dinner, my brother and I got into my tent and went to sleep after our mom placed a lantern.

Next morning, we woke up and had breakfast. After

breakfast Apu, Arko and I went for a walk to an active bald eagle nest. The eagle had left five weeks ago.

When we got back Arko and I got into Rio's car and drove to a sweet-water lake. We got into our swimsuits and swam in the lake.

When we got out of the water we had some French fries while drying off in the sun.

Then we drove to the campsite and had lunch. After lunch

We got into Arko's tent and told stories. After storytelling

we played a little Ani-war. After our parents woke up from afternoon nap, we enjoyed the campsite until dinnertime, and all the kids and parents had a quiz. My mom was the conducting the quiz and all the kids got flashlights as prizes. Also when the quiz was going on we had a barbeque. We grilled corn, super-hot chicken and marshmallows. After dinner, we went to sleep. Next morning, we had breakfast and got in our cars and drove back home. It was a real fun trip.

Anagh's Puerto Rico trip

By Anagh C Mandal (Son of Arghya Monday EE 2003, Anindita chatterjee EE 2005)

This is the blog of my trip to Puerto Rico. I went there with my parents, my little brother, my grandpa , and grandma.My little brother was flying for the first time.

Day 0

At 5 O' clock in the morning, we were getting ready to go to the Airport.Before we went to the Airport, we went to CVS on Amboy Ave to get Bhai's medicine. In that shop, there were hot wheels and I was surprised. We went to the airport, checked our luggage in and flew in the airplane. There were mysterious clouds., I watched a movie on the plane until we arrived. The landing was shaky and I held on to the window.We waited for Arnab mammu to arrive. After a few minutes Arnab mammu came with Ruhi and Sohini aunty. I was so happy to see them!
We talked for sometime,we got a Jeep, and they got a mazda.

Day1

We went to the fort,it was in San Juan.The fort was really steep. I saw an iguana at the entrance of the fort. It camouflaged, when it was on the grass it turned green, when it was on the fort wall, it turned gray.We saw canonballs, weapons ,kitchens, bombs, churches. We bought a kite and a snack too.I was so happy to get the kite. The kite has Minecraft printed on it.It was raining for some time.I saw a dance party down, where it said I ♥ SJ.
We stayed at the dance party and then left for our AirBnb.On the way back home , I saw a double rainbow. On the map route, I saw San Francisco and I was so surprised. We were not in San Francisco, we were in Puerto Rico!. In the afternoon, we went to a beach and did a lot of fun things while swimming. I wrote our names on the sand and the ocean swept it away. That was fun. I also spoke in Spanish with the guard there.

Day 2

We went to a rainforest. I saw a fort tower. I went to the top of the tower and I saw a mountain sleeping. After that, we went to a peak and we could see our AirbnB from there. Next we went to a waterfall. We all swam under the pool of the waterfall. The pool was too rocky and the water was cold. It felt nice.There were many kinds of trees in the rainforest.. We went back to our AirBnB and in the evening we went kayaking in the dark. We saw planktons and it was glowing in the dark.The kayaking was too long and I needed to go to the bathroom at the end.We went back home after and slept.

Day 3

We went to the ferry, it took one hour to to get to the island.Meanwhile, I was watching the waves, it was so good.When we got there, we ate William's pizza. We got a new car and it looked a lot like the odyssey. We went to 3 beaches and we swam in them. We did not swim in one beach.Then we went to a restaurant and ate a lot of food. We took the ferry again and went back to our Airbnb.

Day 4

We left our Airbnb and it took a long time to get to Marriott. On the way, I saw a lot of signs saying "Rio Grande " and I learnt that Rio (my nickname) means river in spanish.
There were 2 pools in Mariot.one infinite pool and one small pool. Ocean is an infinite pool.
I flew my kite for the first time at the beach. I swam in both the pools. I liked the normal pool more because the infinite pool is too salty.My room number was 1016 and their room number was 927.I called Arnab mamu with the telephone in the room.I used the card for the elevator and for opening the room door. It was so much fun in the hotel. We ate chicken and went for a nightwalk on the beach. I saw hammocks and we laid down on them.

Day 5

We went to a pigeon place and there were a lot of pigeons. Some of them got on my hand and head. I liked standing there and playing with the pigeons. We ate at a restaurant and went back to the hotel. We went swimming in the ocean for sometime and then swam in the swimming pool.We ate indian food in the night, went for a nightwalk and slept.

Day 6

We swam in the pool for sometime. I jumped in slow motion. We came back and got ready to get back to Newark. We left the hotel and went back to the airport.I watched "Spidey and his amazing friends". I saw that the cloud was all white. While landing, I saw a face smiling in the water down below. Just like the landing in Puerto Rico the landing was shaky and wobbly. I am happy to be home and I missed the swimming pool in the Marriott!

চাঁপা ফুলের গন্ধ

নবেন্দু সিনহা CST 1998

যবে থেকে এখানে ডিউটি পড়েছে তবে থেকে রতনের এই এক যন্ত্রণা শুরু হয়েছে। এখানে ফুল চোরদেরও স্যার বলে ডাকতে হয়। রতন জানে যে এঁদের দেওয়া টাকাতেই ওঁর মাস মাইনে হয়। তাই স্যার বলা ছাড়া আর কিছু উপায় থাকেনা।

রতন এক আবাসনের সিকিউরিটি গার্ড হিসেবে কাজ করে। এই আবাসনের মধ্যিখানে একটা সুন্দর ফুলের বাগান রয়েছে। সেই ফুলের বাগানের পাহারা দেওয়া এখন ওর দায়িত্ব। কিন্তু আবাসিকের লোকেরাই যদি ফুল চুরি করে, তাহলে ও কী করবে ?

আজকেও তার ব্যতিক্রম হল না।

রতন দেখল চাঁপা গাছটার সামনে দাঁড়িয়ে এক বয়স্ক ভদ্রলোক ঝট করে একটা ফুল তুলে নিল। তারপর ফুলটা ওর বাঁ পকেটে ঢুকিয়ে নিল।

এক সপ্তাহ হল রতন এখানে ডিউটি করছে। কিন্তু এর মধ্যেই এই লোকটাকে অনেকবার দেখেছে। প্রতিদিন সকালে লোকটা হাঁটতে বেরোয়। তারপর হাঁটার ফাকে ফাকেই চাঁপা ফুল তুলে নেয়। এর আগেও কয়েকবার বারণ করেছে। কিন্তু লোকটা কোন কথা শোনেনি।

ফুল যে শুধু এই লোকটা একা তোলে তা নয়, আরো কয়েকজন তোলে। কিন্তু এই লোকটার একটা বিশেষত্ব আছে। ফুলটা পকেটের ঢোকানোর আগে এই লোকটা একবার বাম দিকে আর একবার ডান দিকে তাকিয়ে নেয়। হয়তো ভাবে কেউ দেখে ফেলল কিনা।তারপর ফুলটা পকেটে ঢুকিয়ে খুব দ্রুত হাঁটা দেয়।

লোকটার বয়স ষাটের কাছাকাছি হবে। পরনে একটা শার্ট আর ট্রাউজার। চুলগুলো সব পেকে গেছে। গোঁফ গুলো সব সাদা।

রতন জানে যে ওকে ধরলেই লোকটা বলবে, “কোথায় ? ফুল তো আমি নিইনি!“ রতন কি বলতে পারে যে আপনার বাঁ পকেটেটা একবার খুলে দেখান। রতনের নিজেরও তো চাকরি চলে যাওয়ার ভয় আছে। তাই রতন চুপচাপ থাকে। কিন্তু আজ ও ঠিক করল যে লোকটাকে চেপে ধরবে।

লোকটা হাঁটা দেওয়ার আগেই রতন দৌড়ে এসে বললো, “স্যার এখানে ফুলতলা বারণ। আপনাকে আমি আগেও বলেছি স্যার।”

রতনকে অবাক করে দিয়ে লোকটা হাসিমুখে বললো, “ভাই তোমার নামটা কি?”

“স্যার, রতন সর্দার।”

লোকটা পকেট থেকে একটা চাঁপা ফুল বার করে বললো, “ভাই রতন আজকে একটি ফুল নিয়েছি, এরপরে তোমাকে আর জ্বালাবো না।”

রতন একটু ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেলো। লোকটার আজ হলো টা কি। অন্য দিন তো ও অস্বীকার করে। আজ নিজের মুখেই স্বীকার করছে যে ও ফুল নিয়েছে।

রতন বললো, “স্যার জানেনই তো আপনাদের এখানকার যা নিয়ম আমি সেটাই পালন করছি।”

লোকটা বলল, “জানি ভাই, জানি।তোমাকে আমি কোন দোষ দিচ্ছিনা। কিন্তু জানো তো ভাই এই একটা ফুলের গন্ধ আমাকে সারাদিন মাতিয়ে রাখে। এই ফুল তো আমি আর বাজারে পাব না। আমি তো এখানে বিপত্নীক একা মানুষ। ছেলে মেয়েরা বিদেশে থাকে। সারাদিন আমি কি নিয়ে থাকি তো বল ভাই।”

“কিন্তু স্যার সবাই যদি একই কথা বলে...”

“সে জন্যই তো বলছি আমি আর ফুল নেব না। ধরে নাও এটাই আমার শেষ ফুল।”

রতন মনে মনে ভাবল লোকটা হয়তো কালকেও ঐ একই কথা বলবে।তবুও মুখে হাসি এনে বললো, “ঠিক আছে স্যার, তাই করবেন স্যার।আর ফুল তুলবেন না স্যার।”

লোকটা আর কথা না বাড়িয়ে একটা গাছের পিছনে হনহন করে হেঁটে চলে গেল। রতনও একটা স্বস্থির নিঃশ্বাস ফেলল।তবে লোকটার কথা শুনে মনে মনে একটু দুঃখ পেল রতন। সত্যি , বুড়ো বয়সে একা একা থাকা বেশ কষ্টকর। তাতে একটা ফুলের গন্ধ যদি একটু আনন্দ দেয়, তাহলে ক্ষতিটা কি ?

কিন্তু এখনই ফুরসতের সময় নয়। এখনও বেশ কয়েকজন আসবে যারা ফুল তোলে। তাদের মধ্যে কয়েকজন আবার মহিলা। আবার আরেক ভদ্রলোক আছেন যিনি রতনকেই এসে ধমক দিয়ে বলবে যে সে ঠিকমত পাহারা দিচ্ছে না। কি করে এত লোক ফুল তুলে নিয়ে যাচ্ছে! কিন্তু উনি নিজে ওনাদের বিরুদ্ধে কোনো কথা বলবেন না।

হঠাৎই রতনের মোবাইলটা বেজে উঠল। রতন দেখল ওদের ফেসিলিটি ম্যানেজার ফোন করছে।

“হ্যালো, স্যার”

“রতন, তুই শীগ্রই ব্লক ‘এ’ র সামনে একবার চলে আয়। পারলে কিছু সঙ্গে ফুল নিয়ে আসিস।

বলেই ফোনটা কেটে দিলো ম্যানেজার।

রতন মাথামুণ্ডু কিছুই বুঝতে পারলো না। এত সকালে হঠাৎ স্যার ডাকছেন কেন ? রতন দেখল কিছু চাঁপাফুল মাটিতে ঘাসের মধ্যে পড়ে রয়েছে। সেই ফুলগুলো ও কয়েকটা হাতে নিয়ে নিল। তারপর ব্লক ‘এ’র দিকে রওনা দিল।

বাগানটা পেরিয়ে ‘এ’ ব্লকের সামনে আসতেই চমকে গেল রতন। দেখল বেশ কিছু মানুষের ভিড় জমে রয়েছে।সবাই চাপা গলায় কথা বলছে।

মাটিতে একটা খাটে শোয়া রয়েছে একটি মৃতদেহ। সাদা কাপড়ে মোড়া। মুখটা দূর থেকে বোঝা যাচ্ছে না।

ম্যানেজার ওকে দেখে বলল, “এই রতন ফুলগুলো ওর পায়ের কাছে একটু রেখে দে ভাই |”

রতন ভিড় ঠেলে ধীর পায়ে মৃতদেহর দিকে এগিয়ে গেল। কাছে যেতেই মুখটা ফ্যাকাসে হয়ে গেল রতনের। একটু আগেই তো এই বুড়োটা সাথে ও কথা বললো। দেখল সকালের ঐ চাঁপাফুলটা লোকটার বুকের ওপর রাখা রয়েছে। শুনতে পেল পেছন থেকে কে একজন বলছে, “কাল রাতে হার্ট অ্যাটাকে মারা গেছেন ভদ্রলোক। সকালে কাজের লোক আসতে জানতে পারা গেছে।”

পা দুটো টলতে লাগল রতনের। মাথা গুলো কেমন যেন গুলিয়ে গেল।তারপর মাথাটাও টলতে শুরু করল। এরপর আর কিছু মনে নেই রতনের।

যখন চোখ মেলে খুলল, রতন দেখল যে ওকে ভিড় করে দাঁড়িয়ে আছে কয়েকজন। ওকে অফিস রুমে নিয়ে আসা হয়েছে।

ওকে দেখে ম্যানেজার বললো, “রতন এখন কেমন লাগছে?”

রতনের চট করে সব কথা মনে পড়ে গেল। বললো, “স্যার ,ঐ লোকটা...”

ম্যানেজার বললো, “লোকটা বিপত্নীক। এখানে কেউ থাকেন না। আমরা ওকে মর্গে দেওয়ার ব্যবস্থা করেছি। তুই মৃতদেহ দেখে এত ঘাবড়ে গেলি কেন ?তুই কি আগে মরা কোনদিন দেখিস নি?”

“স্যার একটু আগেই বাগানে লোকটার সাথে কথা বলেছি স্যার।”

“কি আবোল তাবোল বলছিস ? লোকটা তো কাল রাতেই মারা গেছে।”

এর মধ্যেই রতন দেখল ডাক্তার এসে হাজির। ডাক্তার বললো, “তোমরা জায়গাটা খালি করে দাও।একটা ঘুমের ইনজেকশন দিতে হবে |”

ঘুমের ইনজেকশন নিয়ে চোখটা জুড়িয়ে এলো রতনের। শুধু কানের কাছে ওই কথাটা বাজতে থাকলো, “এটাই আমার শেষ ফুল....”

পড়ার বোঝা

কৃষ্ণা চৌধূরী

পাঁচ বছরের বিট্টু পড়ার চাপে কুপোকাৎ
দশ বছরের ডোডো বইয়ের ভারে ধূলিসাৎ।

বিট্টু যায় স্কুলে ঠিক সকাল আট্ টায়,
সেই সময়ে আসে ডোডোর মাস্টারমশায়।

ডোডোর পড়া শেষ হয় প্রায় সকাল দশটায়,
স্নান করে ভাত খেয়ে সে বইখাতা গোছায়।

বিট্টু বাড়ী ফিরে আসে দুপুর এগারটায়,
ডোডো তখন তৈরী হয়ে স্কুলে চলে যায়।

এবার আসে বিট্টুর টিচার দুপুর বারোটায়,
স্নান করে ভাত খেয়ে বিট্টু পড়তে বসে যায়।

বিট্টুর পড়া শেষ হয় সেই দুপুর দুটোর সময়,
তারপর সে একটুখানি ওপরতলায় যায়।

ওপরেতে এসেছে এক দিদা বিদেশ থেকে,
এই দিদাকে বিট্টুর খুব গেছে ভাল লেগে।

অনেক রকম গল্প করে বিট্টু দিদার সাথে,
গেলে পরেই চকলেট্ দেয় দিদা বিট্টুর হাতে।

মা যেই ডাকে “বিট্টু এবার নেমে এসো নীচে”
সাথে সাথে বিট্টু বলে “যাই দিদা মার কাছে”।

ডোডো বাড়ী আসলে পরে দুই ছেলেকে নিয়ে,
মা একটু বিশ্রাম নেয় বিছানাতে শুয়ে।

সন্ধেবলা মা দুটিকে নিয়ে বসে পড়ান,
মায়ের কাছে নেইকো তাদের মোটেই ছাড়ান ছোড়ান।

পড়াশুনো শেষ হয় সেই দশটা এগারোটায়,
দেখে শুনে দিদার যেন ভিরমি লেগে যায়।

এতটুকু ছেলে এদের এত পড়ার চাপ,
উঁচু ক্লাসে কি হবে রে ওরে বাপরে বাপ্।

দুধের দুটি শিশু তাদের টিচার নাকি মারে,
শুনে দিদার আত্মা শুধু কাঁদে হা হা করে।

দিদা ভাবে এদেশেই কি জন্মেছিলেম আমি?
কেন এমন পাল্টে গেল বল অন্ত ্যামী?

পড়ার আনন্দটা যদি হয়েই পরে বোঝা,
জীবনেতে চলার পথটা হয় কি কারোর সোজা?

দেখে শুনে দিদা এবার গোটায় পাততাড়ি,
জন্মভূমি ছাড়তে আমার হবেই তাড়াতাড়ি।

Happy By Adrija Adhikary(Grade 7)

Daughter of
Sudip Adhikary (CST 03) Moumita Saha Adhikary (Civil 05)

A deep sound came from the conch shell, reverberating in the air, and excited chattering was heard from all around. The weather was fair, with laughing children and smiling adults milling around. The azure-blue sky was filled with fluffy, cotton-candy-like clouds. The kans grass danced with the wind. Mouth-watering aromas of delicious food being prepared wafted from the opened windows of the temple. The sun cast his magnificent rays down to the marble surface of the building, causing it to gleam. Distant drumbeat could be heard, coming from inside the temple. After a year, the daughter had come to her parents' house, and the people rejoiced.

There was one person, however, who did not join the festivities. She was standing off to the side, her ragged clothes hanging from her shoulders. Her thin hands clutched a bouquet of flowers, and she held it tight. The people, who were dressed in much finer clothes, steered clear of the little girl. She didn't seem to mind, though ; she skipped around in a tiny circle, smiling contentedly.

The people began to go in, their minds filled with their plans of pandal-hopping and food they were going to devour. Some of them passed the little girl. They could be heard saying how pitiful the girl looked, and other words of sympathy. The girl ignored them, and began making a necklace of kans flowers. When everyone had gone in, the girl was carrying a beautiful necklace that whipped in the breeze.

The girl listened to the priest from outside. When it was time for pushpanjali, the girl laid her flowers on the side of the temple. The bouquet and necklace shifted and then rose, fluttering in the breeze as they went on their course. To her, they were waving goodbye as they went to Goddess Durga.

An hour later, a boy about her age climbed down the stairs, grumbling about not being able to stay longer. He was guided by his parents, who were in a hurry. A couple of other families exited, as well. As their cars drove off, the girl smiled once more.

You can only stay for an hour, the girl thought. *But I can stay here for as long as I want.*

Then she skipped inside for Prasad.

One Day in India

By Ritika De [Daughter of Sheuli De/Majumdar, 1997 MET]

It's been 5 years since my family and I went to India. That's a really long time compared to how we used to go every year. We usually stay at my dad's side of the family, and it tends to be a lot of chaos. My cousin, who is the same age as me, Adrisha De, is basically my best friend. We've had a rocky relationship since we were little, but now we are much older and don't fight over Barbie dolls. She wanted to welcome us the minute we arrived, though it was the middle of the night and she ended up falling asleep. Her older brother, Argha De, is 4 years older than me. The age difference didn't really matter between the 4 of us, including my 20 year old sister! The four of us hung out so much that it pretty much made up for all the lost time.

We stayed at my grandparents house for a month, with my aunt.and uncle, grandparents, and my two cousins. There were two separate rooms/houses that were split by a small hallway and doors. My family stayed in one room for the most part, and my grandparents and cousins stayed in the other room. I got sick the first week we stayed and had an awful stomach bug and a fever. To make matters worse, I wasn't used to the heat and food yet, so I kept throwing up and getting sick. It was horrible for my family, but we got through it and I am so grateful for all of them since they stayed with me till I was feeling better. Especially my sister, who slept and stayed by my side for the entirety of the week. I don't know what I would've done without her, since she also calmed me down everytime I cried because of the pain or stress. My sister and I watched anime and movies during the time we weren't sleeping. The shows helped a lot. By the second week, I was doing much better, and we were out for most of it..

Since I was feeling a little bit better, we went to South City Mall and Quest Mall with Adrisha. We also went with my aunt and her to Rajarhat, a street with a bunch of smaller stalls to go to Pantaloons and a sari shop. Adrisha and I both bought a cute purple Snoopy t-shirt to match and she also bought a pair of jeans. We spent a lot of our time at Pantaloons, especially since we bought ice cream and pani puri from the stalls in front. After we bought our things, our moms took us to the more crowded area to find a specific sari store. It was a beautiful, refreshing place, and my cousin and I both rested there. While our parents figured out what to buy, we were catching up on school and social
life. We had a lot of fun catching up and complaining that we lost track of time. Our moms were done shortly after our realization, and we headed back home… after a quick ice cream break.
This time it was just my family, and we went on a trip to visit an apartment complex to check out a place to stay. We visited multiple flats in one complex, and it was amazing. Although I was not feeling my best, the fresh air and beautiful landscape made up for it. We visited many apartments within the same complex, and I will be the first to say, it was like a week's worth of workouts in one day. The complex is humongous, and we did go a few times around the community area to get a feel of the place. I can't complain that much since we did see a lot of great views and a lot of great apartments.

Although I was very upset because I wasn't feeling well and I was dragged around everywhere for most of the day, my parents had another plan. We went to City Center 1, which is basically a mall. We roamed around the place, and found a henna area. My sister and I both did our henna for 15 minutes or even less. They came out gorgeous, but once we were done, I had already smudged them on my dad. Thankfully it wasn't too noticeable. Since we finished our henna and were sweating bullets, we decided to go into the mall and feel the ac. Shoppers Stop greeted us the minute we came in, so naturally we went inside and looked around. We bought a big suitcase and a few pillowcases on our way out. And when I mean few, I mean 5 or 6 (my dad spent like an hour in the shop). I was so very relieved when we were finally back in the car, but little did I know that it wasn't the end of our trip.

After a few minutes, I realized we weren't driving home, instead we came to a halt at Mishti Hub. I was enraged that they would take me to such a nice place while I was sick, just so I could watch them eat. Although they did tell me to eat, I knew I was going to feel horrible if I did. After we (they) ate mishti, we headed over to Eco Park, which was right next door. We walked around looking at the many decorations, and we stumbled upon a place called the "7 Wonders Exhibit". It was a mini version of all the 7 wonders and the history behind them. I was so excited to see them, as they weren't as miniature as you might think. They were the size of a one-story house, although some of them were a bit tinier. My sister and I walked around enjoying the view and talking about them. My dad took 10 minutes at each place, spamming pictures of each monument. My favorite of the wonders was the Colosseum. I had learned much about the Colosseumin my history class, so I was excited to look around the much talked about building. Once we left, it felt as if most of my worries were gone except... my stomach growled like anything and I knew I wasn't going to feel well. My sister and parents bought a lassi as we were leaving and we immediately headed into the car. As soon as we reached home, my younger cousin was waiting for me. I knew she wanted to hang out, but I was feeling much too unwell to go. The following week, though, my sister and I stayed at home and hung out with our cousins. I spent most of my time with Adrisha, since every time she came back from school and her tutors, she would come to our room. My older cousin, Argha, did join us whenever he could, but since he is a high school student soon to graduate, he had to focus all on studying.

Although I only talked about one day in India, it was packed with many emotions and events that were honestly overwhelming. I would love to talk more about my time in India, but I do not want to bore my readers with the movies we watched, the food we made, the games we played, and the places we visited, but maybe I'll be able to write again. I will talk more about my family and the places we went, though for now that one day is enough for me.

Two Geetikobita By Sabyasachi Gupta (66 Mech)

(১)

কেউ বলে আরো এক বছর
কেউ বলে আরো তিন বছর
আর কতকাল থাকব বসে
এভাবে মুখোশ পরে
আর যারা মুখোশে করে না বিশ্বাস
তুমি কি তাদের করবে ক্ষমা দেবে আশ্বাস ?
প্রথমে ছিল বিপদ
এখন হোল আপদ
বিদায় হয়েও হয় না
সি কেউ বলতেও পারে না
প্রাথনরনা তো করতে হবে
ঈশ্বর কথা শনবে তবে |

১৮ আগস্ট . ২০২২

(২)

নি রে গা ,

গা পাখী গা ,

তুই তো ছিলি খাঁচায়

নিজের ইচ্ছায় ।

ভাল খাবার কি পেলি না ?

ঝড় বৃষ্টি সহ্য হল না ?

এখানে পেলি কত খাবার ,

ব্রেকফাস্ট , লাঞ্চ আর ডিনার,

মাঝে শুনি তোর কত কথা,

দেখি কত নাচ কত বিদ্য ,

গান শুনতে ভালবাসিস ,

গান করতেও ভালবাসিস,

সকালে শুরু করিস সা ঋ জ্ঞ ,

সন্ধ্যায় শেষ করিস নি রে গা ,

আছিস সুখে হাস্য মুখে ,

অনেক আনন্দ দিচ্ছিস আমাকে,

তবু হয় মনে ,

বনের পাখী ফিরে যা বনে ,

প্রয়োজন হলেই আসিস এখানে ।

১৪ আগস্ট ২০২১

সঞ্জীবনী

কৃষ্ণা চৌধূরী

আমরা সকল বুদ্ধিমান ও বুদ্ধিমতীরা,
চইল্যা আসছি বহুদিন দ্যাশ ছাইড়া-
ইংরাziটা za না ছেল বাল্য কইরা;
শিখ্যাসিলাম ইংরাzদের গোলামি কইরা।

অহন সাহেব ম্যামের নতুন দ্যাশে আইসা পইরা,
সবাই হনু বিত্তবান ও বিত্তবতীরা-
কালো কিংবা ব্রাউন থিক্যা সাদা সামড়া;
আzও নেয় আমাগো সকল ভক্তি কাইরা।

অদ্ভূদ এক জগৎ সৃষ্টি করেসি আমরা,
কাকা কাকী মাসী পিসী মামা মামীরা-
এদের নামের পাশে মোরা দিয়েসি ঢ্যাঁড়া;
বন্ধু বান্ধব প্রাণের প্রিয় হয়েসে সব তারা।

তারাই এখন সর্ব্বে সর্ব্বা বড়ই আদরের,
আত্মার সম্বন্ধ ছাড়াই তারা মোদের ঘরের-
বিয়া শাদী হচ্ছে সকল পোলাপানের দল;
জাতধর্ম গেল চুলায় কি আর করি বল্।

বাংঙ্গালী, পাঞ্জাবী এবং আরও সকল জাত,
হিন্দু, মোছলমান, কেরেস্তানের বাজীমাৎ-
টিকি বাঁধা পণ্ডিতরা এখন কোথায় গেল;
বুজরুকিটা হাওয়া হয়ে সবুজ জীবন এল।

তিন পুরুষের পরে এদের চেনা হবে দায়,
তখন Ancestry পাতা খুলে বসে যাবে সবাই-
তবু একটা কথা মেনে ভেবে আনন্দেতে রই;
জাত কুল শীল গোষ্ঠি এবং বংশ পরিচয়।

বড়োলোক কি গরীব লোক বিষয় আসয়,
এসব না হয় নাই বা হলো কি বা আসে যায়-
মানুষ জাতি বলেই না হয় চিনতে পারা গেল;
তোমার দয়ায় হে ভগবতী সঞ্জীবনী এল।

The Warning By Somdeep Nath (son of Moloy Nath, ETC 2002)

Climate change: a very important subject it is.
If we cannot succeed to stop it, our world will end up like abandoned Iphone 6's.
Thrown away, forgotten, and our mighty civilizations will end up rotten.

The world has been overrun by greed, as it cannot see what we really need.
A symbol of media manipulation from our generation has overrun almost every nation with a simulation that we will have a bright future.

It's like our planet is on its final breath, and good people's lives end up in early death.
This world has the potential to stop this madness, but the good people of the world end up in sadness, as the world is not stopping.
At this time, our country is the 2nd most polluted, and the people who can save the world will be muted.

Our world will fall soon, as plant life will be something seen once in a blue moon.
When future people tell each other,"Where's the plants? Were they all slain?", while the other replies,"You can say that again!"
In our year, we sleep like logs, but probably in the future, our descendants will be sick as dogs.

We can stop all of this if we cut carbon, and if it's to save the world, don't you think that it's a great bargain?

আত্মা মৃত্যুহীন

কুমুদ রঞ্জন রায় (CE-1961)

[আপনারা অনেকেই হয়তো স্বামী বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর নাম শুনে থাকবেন। মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্য দেবের লীলাপার্শ্বদ অদ্বৈত আচার্যের বংশে নদীয়া জেলার অন্তর্গত শান্তিপুরে ১৮৪১ খৃষ্টাব্দে ২রা আগষ্ট তার জন্ম হয়েছিল। পিতার নাম ছিল আনন্দচন্দ্র গোস্বামী এবং মাতার নাম স্বর্ণময়ী দেবী। পিতামাতা দুজনেই ছিলেন বৈষ্ণবীয় দৈন্যের প্রতিমূর্তি পরম ভাগবত। বিজয়কৃষ্ণ প্রথম যৌবনে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রবর্তিত ব্রাহ্মধর্মের একজন প্রচারক ছিলেন। পরবর্তি জীবনে তিনি একজন হিন্দু সাধক হিসাবে আত্মপ্রকাশ করেন। এই ঘটনাটি বিজয়কৃষ্ণের বাল্যকালের ঘটনা।]

বিজয়ের বয়স তখন পাঁচ বছর। পাশের গ্রাম শিকারপুরের পাঠশালায় ভর্তি হয়েছে বিজয়। একটি মাদুর বগলে করে একটি বাঁশবাগানের মধ্য দিয়ে হেঁটে রোজ স্কুলে যায়। বন্ধুদের পাশাপাশি বসে লেখাপড়া শেখে, খেলাধুলা করে। বেশ কাটছিল সময়।

হঠাৎ কলেরা শুরু হয়েছে শান্তিপুর-শিকারপুর এলাকায়। আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা সবাই মারা যাচ্ছে। কয়েকদিন ধরে বিজয়ের তিন বন্ধু - অমল, বঙ্কিম, সমীর স্কুলে আসছে না। পাঠশালার গুরু ভগবান সরকার, তাকে জিজ্ঞেস করল বিজয় – পিন্ডতমশায়, ওরা আসছে না কেন?

ওরা মারা গেছে - বললেন পিন্ডত মশাই।

ওরা আর স্কুলে আসবে না?

না আর আসবে না, ওরা আর নেই।

বেদনার চেয়ে বিস্ময় বেশী বিজয়ের। যে মাদুরে তারা বসত, সে মাদুর আছে; যে বই তারা পড়ত, সে বই আছে; যে জিনিষগুলো নিয়ে তারা খেলাধুলো করত, সে জিনিষগুলো আছে; অথচ ওরা নেই। এই আছে, আবার এই নেই- এটা হতে পারে? একবার যা থাকে তা আবার থাকে না? মহাচিন্তায় হাবুডুবু খাচ্ছে বিজয়ের শিশমন। ভারাক্রান্ত হৃদয়ে বাড়ী ফিরে আসে। বাড়ীতে এসেও সেই একই চিন্তা- তোরা কোথায় গেলি?

পরেরদিন আবার বেদনা ভারাক্রান্ত হৃদয়ে বিজয় রওনা হয় স্কুলের পথে। চলেছে সেই বাঁশবাগানের ভিতর দিয়ে আর ভাবছে- তোরা সব কোথায় গেলি? হঠাৎ সব বন্ধুরা সমস্বরে বলে উঠল- বিজয়, আমরা আছি, আমরা আছি।

তোরা আছিস, তবে তোদের দেখতে পাচ্ছি না কেন?

আমাদের যে শরীর নেই।

একছুটে পাঠশালায় চলে এল বিজয়। এসে হাঁপাতে হাঁপাতে বলল ভগবান সরকারকে- পিন্ডতমশাই, অমল, বঙ্কিম, সমীর ওরা ঐ বাঁশবাগানে আছে। আমার সঙ্গে ওরা কথা বলেছে। কিন্তু পিন্ডতমশাই আমল দেয় না

বিজয়ের কথায়। কিন্তু জেদ ধরলো বিজয়, বললো আপনি একবার চলুন আমার সঙ্গে, শুনতে পাবেন- ওরা কথা কইছে।

তুই ঠিক বলছিস, ওদের কথা তুই শোনাতে পারবি – গুরুগম্ভীর কণ্ঠে বললেন পণ্ডিতমশাই।

হ্যা পণ্ডিতমশাই, নিশ্চয়ই পারব- বললো বিজয়।

বেশ, চল তা'হলে।

পণ্ডিতমশাইকে নিয়ে বিজয় এল সেই বাঁশবাগানে। কিন্তু কোথায় সেই ছেলেরা, কোথায় তাদের কচি গলার কণ্ঠস্বর? বিজয় চিৎকার করে বলল- ওরে তোরা কোথায় গেলি, তোরা একটু কথা ক। পণ্ডিতমশাইকে নিয়ে এসেছি, পণ্ডিতমশাই তোদের কথা শুনতে চায়। কিন্তু চারিদিকে নিঃশব্দ মৌনতা।

রেগে গেলেন পণ্ডিতমশাই, বললেন- যতসব ফাজলামো। পণ্ডিতমশাই হাত তুললেন বিজয়কে এক থাপ্পড় মারার জন্য। হঠাৎ ছেলেরা একসঙ্গে কচিকণ্ঠে কলধ্বনি করে উঠল- পণ্ডিতমশাই, বিজয়কে মারবেন না, এইতো আমরা এখানে আছি। পণ্ডিতমশাইয়ের উদ্যত হস্ত অসাড় হয়ে গেল। বয হয়ে চারিদিকে তাকাতে লাগলেন ভগবান সরকার, বললেন- কই তোরা?

চারিদিক থেকে কলধ্বনি হতে লাগলো- এইতো আমরা এখানে, আমরা এখানে, আমরা এখানে। তারপর সে কলধ্বনি দিগন্তে মিলিয়ে গেল।

বিজয়কে বুকে জড়িয়ে ধরলেন ভগবান সরকার, ভাবলেন- কে কার গুরু। যে দেখায় আর শেখায়, সেই তো দ্রষ্টা, সেই তো স্রষ্টা, সেইই তো আচার্য।

তথ্যসূত্র: ১) অচিন্ত্য কুমার সেনগুপ্তের – পরমপুরুষ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ

২) শঙ্করনাথ রায়ের – ভারতের সাধক

ভালোবাসার সেকাল একাল

সৌমি জানা

আজ ভালোবাসার নামে উৎসর্গ আস্ত একটা দিন
সপ্তাহ জুড়ে চলে ভালোবাসার উদযাপন
থরোথরো লাল গোলাপ ,ঝরোঝরো পানপাতা
আধবোজা চোখের পাতায় কিংবা ঠোঁটের কুঞ্চনে
আই লাভ ইউর শৈল্পিক লক্ষভেদ নিখুঁত অন্তহীন।

কোথাও সমুদ্র সৈকতে বালুকাবেলায় সাজানো বাসর
কোথাও বা তুষারকণা গায়ে মেখে শরীর জুড়ে আগুন
হৃদয় এফোঁড় ওফোঁড় করে পর্দায় ফুটে ওঠা নিরন্তর কাব্য
নিখুঁত নিটোল লাস্য ভাষ্য হাস্যে ফ্রেমবন্দী বাছাই সব মুহূর্ত্য
সামাজিকতার দেয়ালভরানো জনপ্রিয়তায় ভালোবাসা মহার্ঘ্য দ্রব্য।

ওদের ছিল শুধু শীতের দুপুরে পাশাপাশি বসে বারান্দায়
আঙুলে আঙুল জড়িয়ে রোদেলা উষ্ণতার ভাগাভাগি
আর ছিল এলো খোঁপা করা চুলের গন্ধ বুকে ভরে নেওয়া
টুক করে শাড়ীর আঁচলে ভিজে হাত মোছার অছিলায়
এমনি কিছু সাদামাঠা ছিল বরাদ্দ বছরভর ভালোবাসার কোঠায়।

দিনগুজারের রোজনামচায় নীরব সংবেদী আশ্বাস "আমি আছি তো"
ফিবছর গোলাপের তোড়া ছাড়াই ঝড়জলে পাশাপাশি অর্দ্ধশতাব্দী পার
সেই কবেকার সানাই আর রজনীগন্ধার রাতের রেশ আজও অমলিন
চায়ের পেয়ালা ধরা কাঁপা হাতে মন্থর মুখোমুখি বসার গোধূলিবেলায়
ওদের লাগেনি ভালোবাসার বিজ্ঞাপন , ওরা গড়েছে সুখ দুঃখের সংসার।

TO BECAA

With Complements:

Debabrata Chaudhuri

Krishna Chaudhuri

USBengalForum.com

With Best Compliments from our sponsors:

NEW YORK LIFE

New York Life Insurance Company

379 Thornall Street, 8th Floor, Edison, NJ 08837

- Life Insurance
- Fixed Immediate and Deferred Annuities*
- Mortgage Protection through Life Insurance
- Business Planning
- Health Insurance **
- Disability Income Insurance **
- College Funding
- Retirement Funding
- Spouse/Children/Grand Children's Insurance
- Charitable Giving
- Long Term Care Insurance
- Service on existing insurance

SAMRAGNEE MAJUMDAR

Agent, CA Lic. # 4029791

Mobile: 732.692.4818

smajumdar@ft.newyorklife.com

* Issued by New York Life Insurance and Annuity Corporation (A Delaware Corporation) ** Products available through one or more carriers not affiliated with New York Life, dependent on carrier authorization and product availability in your state/city

---

Remember to visit our website:

https://becaaeastcoast.org/